মুজিব শতবর্ষে বিসিবি থেকে সরানো হয়েছে ১৯ কোটি

২০২০-২১ সালে ‘মুজিব বর্ষে’র আয়োজন হিসেবে নানা ফেডারেশন নানা ধরনের অনুষ্ঠান করেছে। বিসিবিও ব্যতিক্রম ছিল না। এখানেও অনুষ্ঠান হয়েছে। তবে আয়োজনের নামে বিপুল অর্থ লোপাট হয়েছে এখানে, অভিযোগ দুদকের।

আজ দুপুর ১২টায় বিসিবিতে এসে হাজির হন দুদকের কর্মকর্তারা। প্রায় ১ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে তাদের অভিযান। কী অভিযোগের ভিত্তিতে এ অভিযান, তা দুই সহকারী পরিচালক আল আমিন ও মাহমুদুল হাসান পরিষ্কার করেন অভিযান শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে।

তখনই উঠে আসে মুজিব শতবর্ষে হয়ে যাওয়া এ জালিয়াতির খবর। সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান জানান, প্রাথমিকভাবে ১৯ কোটি টাকা সরানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলেও আভাস দেন তিনি।

তার কথা, ‘মুজিব ১০০ প্রোগ্রামে যে ব্যয় দেখানো হয়েছে, তাতে একটা অ্যানোমলি আছে। কনসার্টসহ যে আয়োজনটা হয়েছিল, সেখানে ২৫ কোটি টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। সেখানে আসলে খরচ হয়েছে ৭ কোটি টাকা। এখানে প্রায় ১৯ কোটি টাকা খরচ দেখানো হয়নি, না দেখিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরা ডকুমেন্টগুলো চেয়েছি। টিকিট বিক্রি বাবদ দুই কোটি টাকা আয় হয়েছে, এই দুই কোটি টাকাও আয়ে দেখানো হয়নি। আত্মসাতের ইস্যুটা যেটা, সেখানে অঙ্কটা আরও বাড়তে পারে। বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটি, খরচ দেখানো হয়েছে ২৫ কোটি, আর খরচ আসলে হয়েছে মোটে ৭ কোটি।’

শুধু মুজিব শতবর্ষে নয়, আরও অনেক খাতে জালিয়াতির আলামত খুঁজছে দুদক। এছাড়াও বিপিএলের টিকিট বিক্রির বিষয়টিও সে আওতায় পড়ে। দুদক সহকারী পরিচালক আল আমিন বলেন, ‘আরেকটা বিষয় আমরা দেখেছি টিকিট সেলিংয়ের ব্যাপারে। আমরা দেখেছি যে তৃতীয় আসর থেকে দশম আসর পর্যন্ত ৮ আসরে আয় দেখানো হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। সেখানে গেল বার এক আসরেই আয় হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। এবার যখন বিসিবি বলল যে আমরা নিজেরাই টিকিট বিক্রি করব, তখন আয়টা বেড়ে দাঁড়াল ১৩ কোটি টাকা। ৮ বছরে ১৫ কোটি আর এক বছরে ১৩ কোটি, কীভাবে এত বড় অ্যানোমলি

হয়, সেটা আমরা রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করছি, তা পর্যালোচনা করে দেখব আমরা।’

এছাড়াও তৃতীয় বিভাগের দল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ আছে। সে বিষয়ে সহকারী পরিচালক আল আমিন বলেন, ‘২০২৩ সালসহ বিগত বছরগুলোয় কীভাবে দল নির্বাচন হয়েছে, তা এখানে এসে আমরা দেখেছি। আগে দল বাছাইপর্বে খেলানোর জন্য ফি ছিল ৫ লাখ টাকা। তখন ২ কিংবা ৩টা দল খেলত টুর্নামেন্টে। তা থেকেই তারা বাছাই করল দুই বা একটা দল। এ বছর ফি ১ লাখ টাকা করে দেওয়ার পর ৬০টা ক্লাব আবেদন করল। আমরা ডকুমেন্টস কালেক্ট করেছি, কেন আগে বেশি দল নাম লেখাতে পারেনি, এখানে ব্যক্তিগত কোনো প্রভাব ছিল কি না, বোর্ডের কোনো প্রভাব ছিল কি না, এই তৃতীয় বিভাগ বাছাইপর্বে, কিছু ক্রাইটেরিয়াও ছিল যা পাড়া মহল্লার দলগুলোর মিট আপ করা সম্ভবও ছিল না। এটা আমরা যাচাই বাছাই করে দেখব।’

সূত্র: যুগান্তর

ইংরেজি নিয়ে ট্রল, দাঁতভাঙা জবাব দিলেন রিজওয়ান

পাকিস্তান দলের সাদা বলের অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানের ইংরেজি ও তার উচ্চারণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রসিকতা কম হয় না। তবে এবার তা খোদ রিজওয়ান পর্যন্তই পৌঁছে গেছে। তা শুনে রিজওয়ানও বেশ শক্ত ভাষায় দিয়েছেন এর জবাব।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে রিজওয়ান বলেন, ‘আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ট্রল নিয়ে চিন্তিত না। আমি একটা বিষয় নিয়ে গর্বিত, আর সেটা হলো আমি যা বলি, মন থেকে বলি। আমি ইংরেজি জানি না।’

রিজওয়ানকেতার ইংরেজি বলার ভঙ্গি নিয়ে অনেকবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছে। তার অনেক সাক্ষাৎকারের ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে, যেগুলো নিয়েও হাস্যরস চলেছে বেশ করে।

তবে রিজওয়ান জানালেন, তার ইংরেজি নিয়ে মোটেও লজ্জিত নন তিনি। তার কথা, ‘একটা দুঃখ আছে, আর সেটা হলো আমি বেশি পড়াশোনা করতে পারিনি। কিন্তু আমি এক শতাংশও লজ্জিত না যে আমি ইংরেজি বলতে পারি না, যদিও আমি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।’

রিজওয়ান স্পষ্ট করে জানান, তার ভূমিকাটা কী, সেখানে ইংরেজির গুরুত্ব কতটা! তিনি বলেন, ‘আমার কাছ থেকে চাওয়া হয় ক্রিকেট, ইংরেজি না। আমি স্বীকার করছি, পড়াশোনা কম করার কারণে ইংরেজি বলতে কষ্ট হয়। কিন্তু পাকিস্তান তো আমার কাছ থেকে ইংরেজি চায় না। যদি চায়, তাহলে আমি ক্রিকেট ছেড়ে প্রফেসর হয়ে যাব। কিন্তু এত সময় তো আমার নেই।’

ক্রিকেট মাঠের পারফরম্যান্স নিয়েও খোলামেলা কথা বলেন তিনি। স্বীকার করেন, পাকিস্তান দল এখন ভালো খেলতে পারছে না। রিজওয়ান বলেন, ‘দল নিয়ে সমালোচনা হতেই পারে, কিন্তু আমাদের পরামর্শও দিন যেন আমরা উন্নতি করতে পারি। সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ওয়াসিম আকরাম আমাদের কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। আমি আসলে আরও কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সময় হয়ে উঠেনি।’

নিজেদের মাঠে হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টানা হারে গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়ে পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ড ও ভারতের বিপক্ষে হারের পরই শেষ হয়ে যায় তাদের শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন।

সূত্র: যুগান্তর

আবারও বিশ্বকাপ আসছে বাংলাদেশে

সেই ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সবশেষ কোনো বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল। এরপর গেল বছর নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশে। তবে শেষ মুহূর্তে তা সরে যায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে।

তবে সে আক্ষেপটা শিগগিরই ঘুচে যাচ্ছে বিসিবির। অ-১৯ নারী বিশ্বকাপের আয়োজক স্বত্ব পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

২০২৭ সালে হবে এই বিশ্বকাপের লড়াই। এটি হতে যাচ্ছে টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসর। প্রথমটি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। দ্বিতীয় আসর হয়েছে মালয়েশিয়ায়। দুটো আসরেই জিতেছে ভারত।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইতোমধ্যেই এই টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। যদিও তা শুধু দলকে নিয়েই। প্রথম বিভাগের ক্লাব ও বয়সভিত্তিক পর্যায়ের কোচদের সমন্বয়ে প্রতিভা খুঁজে বের করা আর তাদের পরিচর্যার দিকে নজর দিয়েছে বিসিবি।

সারা দেশেই এই প্রক্রিয়া শুরু করছে বিসিবি। ক্লাব ও কোচেরা মিলে খেলোয়াড়দের নিয়ে আসবে পাইপলাইনে, যা ঘরের মাঠে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে শক্তিশালী দল হিসেবে মাঠে নামতে সাহায্য করবে বাংলাদেশকে, আশা বিসিবির। বোর্ডের বিশ্বাস, নারী ক্রিকেটের এ বৈশ্বিক আসর বাংলাদেশে হলে তা শুধু নারী ক্রিকেটকেই নয়, একটা নতুন প্রজন্মকেও ক্রিকেটে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

সূত্র: যুগান্তর

ফ্রান্সের মাঠে দুয়ো শুনতে হলো আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ীকে

পিএসজির দর্শকরা আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে ক্লাবে খেলার সময়ই ছাড় দেননি। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের অন্যতম নায়ক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, যিনি আবার নানা কারণে ফ্রান্সের চক্ষুশূলও হয়েছেন নানা সময়, তাকে কেন ছাড় দেবে? দেয়নি। অ্যাস্টন ভিলার হয়ে পার্ক দেস প্রিন্সেসে যখন খেলতে নেমেছিলেন পিএসজির বিপক্ষে, তাকে ফ্রান্সের গ্যালারি ‘বরণ’ করে নিল একগাদা দুয়ো দিয়ে।

মার্তিনেজ তার স্বভাবসুলভ কাজটাই করেছিলেন। লেকিপে তার উপাধি দিয়েছিল ‘উস্কানি বিশেষজ্ঞ’। তিনিও তাই করেছিলেন।

ফ্রান্সের মাটিতে যখন পা রাখল ভিলা, তখন মার্তিনেজের মাথায় শোভা পাচ্ছিল একটা ক্যাপ। যেখানে আর্জেন্টিনার হয়ে তার জেতা চারটি

শিরোপার লোগো ছিল। এরপর মাঠে যখন নামলেন, তখন করে বসলেন আরেক কাণ্ড। আর্জেন্টিনার রঙে মাথার চুলের এক পাশ রাঙিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

মার্তিনেজের সঙ্গে ফ্রান্সের ‘শত্রুতার’ কারণ ২০২২ বিশ্বকাপ। সেবার শিরোপা জেতার পর গোল্ডেন গ্লাভস নিয়ে ‘অশ্লীল’ অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন তিনি। এরপর উদযাপনের সময় কিলিয়ান এমবাপেকেও খোঁচা দিয়েছিলেন তিনি। মূলত সে কারণেই ফরাসিদের চক্ষুশূল হয়ে যান তিনি।

এরপর গেল বছর ফ্রান্সে খেলতে গিয়েছিলেন উয়েফা ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ম্যাচ। লিলের বিপক্ষে সে ম্যাচে অবশ্য পেনাল্টি শ্যুট আউটে গড়ায়। যাতে আবারও নায়ক বনে যান তিনি।

ভিলার কোচ উনাই এমেরি তাকে নিয়ে বলেন, ‘সে এখন পরিণত, দায়িত্ববান। দিন যত গড়াচ্ছে, সে তার আবেগটাও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। পাঁচ ছয় বছর আগে যখন সে ভিলায় এসেছিল, তখন পরিস্থিতিটা পুরোপুরি আলাদা ছিল।’

তবে ম্যাচের আগে আর ম্যাচে তার উস্কানিমূলক কাজ ইঙ্গিত দিচ্ছে বিপরীত দিকেই। যে কারণে গত রাতেও তাকে শুনতে হলো একগাদা দুয়ো।

ফ্রান্সে দুয়ো অবশ্য মেসিও শুনেছেন। ২০২২ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বাদ পড়ার পর, কিংবা ২০২২ বিশ্বকাপ জেতার পর পিএসজিতে ফিরে এসে ব্যাপক দুয়োর মুখে পড়তে হয়েছিল মেসিকে।

সূত্র: যুগান্তর

ক্যাম্প শুরুর দুই দিন আগেই সিলেট যাচ্ছেন মুশফিক

জিম্বাবুয়ে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ তাদের প্রস্তুতি শুরু করবে আগামী ১২ এপ্রিল। দলের প্রস্তুতির ভেন্যু সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। তবে অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম সে সিরিজের প্রস্তুতির জন্য সিলেটে যাচ্ছেন দুই দিন আগেই।

দলের জন্য মুশফিকের নিবেদন নিয়ে নতুন করে কিছুই বলে দিতে হয় না। রোদ, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনুশীলনে যাওয়া মুশফিকের যাপিত জীবনেরই অংশ। দলের আনুষ্ঠানিক অনুশীলন সেশনেও সবচেয়ে বেশি মনোযোগী দেখা যায় তাকেই।

সে তিনি এবার জিম্বাবুয়ে সিরিজের ক্যাম্প শুরুর ২ দিন আগেই যাচ্ছেন সিলেটে। এ জন্য তাকে ত্যাগও স্বীকার করতে হচ্ছে। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের মোহামেডান-আবাহনী ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি।

এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তিনি খেলছেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই বাজে ফর্মের সঙ্গে লড়ছিলেন তিনি। ডিপিএলেও খুব বেশি সুবিধা করতে পারছেন না। ৫ ইনিংসে ২৪.৫ গড়ে তিনি করেছেন ৯৮ রান।

তার আগে এশিয়া কাপে দুই ইনিংসে করেছিলেন ২ রান। জিম্বাবুয়ে সিরিজের আগে নিজের ব্যাটিংয়ের ভুলত্রুটি শুধরে নিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুশফিক।

মুশফিককে নিয়ে আগামী ২০ এপ্রিল সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এরপর আগামী ২৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে সিরিজের শেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে।

সূত্র: যুগান্তর

এক সময় ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ, অবসর নিলেন ২৭ বছরেই

২০২১ সালে ভারতের বিপক্ষে সিডনিতে টেস্ট দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অভিষেক। সে ম্যাচে খেলেছিলেন ৬২ রানের ঝলমলে এক ইনিংস। মনে করা হচ্ছিল এই উইল পুকোভস্কি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং জুটিতে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিতেই এসেছেন। কিন্তু বিধি বাম, তিনি আর কখনও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতেই পারলেন না! সে ম্যাচটা তার শেষ হয়ে গিয়েছিল কাঁধের চোটে।

তবে মূল সমস্যা সেটা নয়। কাঁধের ওই চোটটা তার ক্যারিয়ারে ‘ব্যতিক্রম’ই হয়ে এসেছিল। তার ক্যারিয়ারজুড়ে মূল সমস্যা হয়ে ছিল মাথায় বল লাগা। ২০১৯ সাল থেকে সব ধরনের ক্রিকেটে কনকাশন সাব নিয়ম প্রচলন ঘটার পর থেকে সবচেয়ে বেশি কনকাশন সাব হয়েছে এই উইল পুকোভস্কির জন্যই। কেন, কীভাবে তার মাথাতেই বল লাগে, সেটা এক গবেষণার বিষয়ই বটে। সব মিলিয়ে ১৩ বার বল লেগেছে তার মাথাতে। অবশেষে এবার সে কারণেই মোটে ২৭ বছর বয়সে পুকোভস্কি ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিচ্ছেন।

গত বছরের মার্চে একটি বাউন্সারে মাথায় আঘাত পান তিনি। এরপর থেকে আর খেলেননি। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার এসইএন রেডিওতে বলেন, ‘কীভাবে আবার পেশাদার খেলায় ফিরব, সেটা কল্পনা করাই কঠিন। কারণ আমি ঠিকভাবে জীবনও যাপন করতে পারছি না।’

সে কারণেই এবার তিনি ক্রিকেটকে বিদায় বলছেন। তিনি বলেন, ‘আমি জানি আমার মস্তিষ্কে যতটা ক্ষতি হয়েছে, তাতে আর ঝুঁকি নিতে চাই না। মাথায় আঘাতের কারণে মানসিক দিক থেকে সমস্যা হচ্ছে, এটা তো আছেই। এর পাশাপাশি ক্লান্তি, মাথাব্যথা, এসব তো নিয়মিত হয়। বাম পাশে কিছু হলে আমি অস্বস্তি বোধ করি। মাথা ঘোরে, বমি বমি লাগে।’

এই কনকাশনগুলো তার পারফর্ম্যান্সেও যে প্রভাব ফেলছে, তাও মনে করিয়ে দেন তিনি। অবসরের সিদ্ধান্তে এটাও একটা নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। তিনি বলেন, ‘কনকাশনের আগের আমি আর এখনকার আমি এক না। পরিবার আর বন্ধুরাও সেটা বুঝতে পারছে। এটা আমার জন্য ভয়ের, তাদের জন্যও।’

মাত্র ১৮ বছর বয়সে তারকা ভিক্টোরিয়া দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন পুকোভস্কি। তখনই সবাই ধরে নেয়, সামনে বড় কিছু হতে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু শর্ট বলের প্রতি দুর্বলতা ছিল তার। ক্যারিয়ারে ১৩ বারের মতো মাথায় আঘাত পেয়েছেন, তাতে ‘অবদান’ ছিল সে দুর্বলতারও। সবশেষ যেবার হলো, সেবার চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন, তিনি যেন খেলা ছেড়ে দেন। তিনিও মেনে নিলেন। আর এভাবেই শেষ হয়ে গেল পুকোভস্কির স্বপ্নের মতো যাত্রা। যে তরুণ একসময় অস্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ ছিলেন, তিনিই এখন মাঠ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন।

সূত্র: যুগান্তর

সেই ‘ভুল শুধরে’ পুরোনো রূপে সিরাজ

মাসকয়েক আগেও যিনি তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে চেনা মুখ ছিলেন, তিনিই হলেন ব্রাত্য। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত দলে জায়গা হলো না, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও ছেড়ে দিল। মোহাম্মদ সিরাজের সামনে তখন দুটি পথ খোলা—হয় লড়ো, নয় ভাগো। ভারতের তারকা পেসার লড়লেন। ভুল শুধরে পুরোনো রূপে ফিরলেন।

আইপিএলে বোলিংয়ে আগুন ঝড়াচ্ছেন সিরাজ। গতিতে তোপ দাগছেন, ভেতর-বাইরে দুদিকে করাচ্ছেন সুইং—সাফল্যও আসছে তাতে। পর পর দুই ম্যাচে সেরার পুরস্কারও নিজের করেছেন সিরাজ। এরপরই দল থেকে বাদ পড়ার কথা বলেছেন, সঙ্গে শুনিয়েছেন ফেরার প্রত্যয়ের কথা।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে রোববার চার ওভারে ৪ উইকেট নিয়েছেন সিরাজ, খরচ করেছেন মোটে ১৭ রান। আগের ম্যাচে সাবেক দল আরসিবির ওপরও চড়াও হয়েছিলেন গুজরাট টাইটান্সের পেসার। গতকাল সেরার পুরস্কার নিয়ে সিরিজ বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদ পড়া হজম হয়নি।’

ভারতের তারকা পেসার তবে পথ হারাতে চাচ্ছেন না, লড়ছেন দৃঢ়চিত্তে, ‘ধাক্কা খেলেও হতাশ হইনি। নিজের ফিটনেস নিয়ে খেটেছি। যে ভুল করছিলাম, তা শোধরানোর চেষ্টা করেছি। এখন বোলিং আমি উপভোগ করছি।’

নিজের শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাস রাখছেন সিরাজ, আইপিএলকে জবাব দেওয়া কিংবা ফেরার মঞ্চ হিসেবে দেখছেন ৩১ বর্ষী তারকা, ‘পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে যখন অনেক দিন ধরে জাতীয় দলে খেলার পর বাদ পড়েন তখন মনে একটা সন্দেহ তৈরি হয়। নিজের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ হয়। আমারও হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে উঠেছি। নিজেকে বুঝিয়েছি, ভাল খেললে আবার ফেরা সম্ভব। এখন সেটাই হচ্ছে। দুদিকে বল সুইং করানোর থেকে ভাল অনুভূতি আর হয় না।’

সিরাজের দল গুজরাট ৪ ম্যাচে তিন জয় তুলে আছে শীর্ষ দুইয়ে। তিন

ম্যাচে গুজরাটের সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে দিল্লি ক্যাপিটালস। চার ম্যাচে সিরাজ নিয়েছেন ৯টি উইকেট। এখন পর্যন্ত উইকেটশিকারীদের তালিকায় শীর্ষ দুইয়ে আছেন সিরাজ। ১০ উইকেট নিয়ে তালিকার এক নম্বরে আফগান স্পিনার নূর আহমেদ। ৯টি উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন দিল্লির মিচেল স্টার্কও।

সূত্র: যুগান্তর

মুজিবনগরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস পালিত

মুজিবনগরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস- ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা এর আয়োজনে, দিবসটি উপলক্ষে আজ রবিবার সকাল এগারোটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পলাশ মন্ডলের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়। র্যালীটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা সদস্য সচিব রকিব উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য ও মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ক্রীড়া সংস্থার সদস্য ও প্রেসক্লাবের সহসভাপতি খাইরুল বাশার, ক্রীড়া

সংস্থার সদস্য জহিরুল ইসলাম সহ উপজেলা বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ এবং তরুণ ও যুব সমাজের প্রতিনিধি বৃন্দ।

আলোচনা সভায় উপজেলা ক্রীড়া সংস্হাকে আরো গতিশীল করা, উপজেলার খেলার মাঠ গুলোকে সংস্কার করা, বিভিন্ন খেলার আয়োজনে মাধ্যমে তরুন ও যুব সমাজকে খেলা মুখি করে মোবাইল আসক্তি, অনলাইন জুয়া, মাদকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরে আলোচনা করেন অতিথিরা।

আমিরাতের সহায়তায় ৮ বিভাগে হবে স্পোর্টস হাব

দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্পোর্টস ভিলেজ বা হাবের পরিকল্পনা বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের। সেই পরিকল্পনাকেই এবার বাস্তবে রূপ দিতে চলেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

আজ রোববার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এই বিষয়টি জানান।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে স্পোর্টস হাব নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা প্রথম দিক থেকেই ভাবছিলাম সেন্ট্রাল জায়গা বা স্পোর্টস ভিলেজ করার। সংযুক্ত আরব আমিরাত সহায়তা করবে। যেহেতু আমরা ক্রীড়া বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা করছি এজন্য দেশের ৮ বিভাগে স্পোর্টস হাব করব।’

বাংলাদেশ এই স্পোর্টস হাব নিয়ে চীনের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করলেও পরবর্তীতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি আরব আমিরাত সফরে এটি নিয়ে কাজ করেছেন, ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা স্যারকে আমরা বিষয়টি

বলেছিলাম। স্যার যখন আরব আমিরাত সফরে গিয়েছিলেন তখন স্যারটি বিষটি আলোচনা করেন এবং আরব আমিরাত আমাদের এই বিষয়ে সহায়তা করতে চায়।’

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় স্পোর্টস হাব নিয়ে এখন বিস্তারিত কাজ করছে। ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে এই বিষয়ে ডিজাইনিং ও অন্য বিস্তারিত কাজ করছে। কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন সেটা আমরা জানাব। আশা করছি সামনের অর্থ বছরেই কাজ শুরু করতে পারব।’

ক্রিকেট, শুটিং বাদে দেশের প্রায় সকল ফেডারেশনই জাতীয় স্টেডিয়াম এলাকায়। তবে এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা, ‘গুলশানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি জায়গা ছিল যা বেদখল হয়েছিল। সেই জায়গার দালিলিক কিছু জটিলতা ছিল যেগুলো আমরা শেষ করেছি। সেখানে আমরা ইনডোর স্পোর্টস ফেডারেশনগুলোর অফিস বা স্পোর্টস ফ্যাসিলেট (খেলা আয়োজনের ব্যবস্থা) করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করছি।’

সার্চ কমিটির সঙ্গে এনএসসি-মন্ত্রণালয়ের দূরত্ব এবং আরচারি ফেডারেশনের কমিটি বদল নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা একটু সমন্বয়হীনতা রয়েছে। আমাদের একটা পলিসি সিদ্ধান্ত ছিল কেউ সর্বোচ্চ পদে দুই বারের বেশি নয়। এই আলোকে কমিটিতে পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সমন্বয় করছি সার্চ কমিটির সঙ্গে। সার্চ কমিটির যে কার্যপরিধি তারা মন্ত্রণালয়কে কমিটিকে প্রস্তাবনা করবে। এটা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত নয়, মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত করবে। এখানে অনেক বিষয় দেখতে হয়। অনেকের রাজনৈতিক পরিচয় কেউ পূর্ববর্তী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জড়িত কিনা এগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।’

সূত্র: যুগান্তর

শিরোপার সঙ্গে গোলের লড়াইটাও

জমিয়ে তুলছেন লেভা-এমবাপ্পে

লা লিগার লড়াইটা জমে উঠেছে ভালোভাবেই। শীর্ষে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যে মাত্র তিন পয়েন্টের ব্যবধান। তাদের শিরোপার পথে রেখেছেন রবার্ট লেভান্ডভস্কি আর কিলিয়ান এমবাপ্পে। শুধু তাই নয়, তাদের নিজেদের মধ্যেও এখন চলছে এক লড়াই। সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার লড়াই। তাদের মধ্যে ব্যবধানটাও ঠিক তিন গোলের।

আজ শনিবার বার্সেলোনা ঘরের মাঠে ষষ্ঠ স্থানে থাকা রিয়াল বেতিসের মুখোমুখি হবে। রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে অবনমন অঞ্চলের দল ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে। এখন প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি গোলই হতে পারে শিরোপা বা পিচিচি (গোল্ডেন বুট) ট্রফির ভাগ্য নির্ধারক।

গত সপ্তাহে লেগানেসের বিপক্ষে এমবাপ্পে জোড়া গোল করে রিয়ালকে এনে দেন ৩-২ গোলের নাটকীয় জয়। আর তার জবাব দেন লেভান্ডভস্কি, জিরোনার বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয়ে দুই গোল করে নিজের দাপট দেখান।

৩৬ বছর বয়সেও থামছেন না লেভান্ডভস্কি। শেষ ৯ ম্যাচে করেছেন ৯ গোল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চলতি মৌসুমে তার গোল সংখ্যা ৪৩ ম্যাচে ৩৮টি। তিনি বলেন, ‘আমার বয়স নিয়ে অনেক কথা হয়, কিন্তু আমি অনেক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছি। এখনো আগের মতোই ফিট ও শক্তিশালী বোধ করি।’

বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেন, ‘লেভান্ডভস্কি পিচিচি পেতে চায়, তবে দলের জয়ই তার প্রথম লক্ষ্য।’

এদিকে এমবাপ্পে এবার রিয়াল মাদ্রিদে নিজের প্রথম মৌসুমেই করেছেন ৩৩টি গোল। তিনি বলেন, ‘রোনালদোর মতো সংখ্যায় পৌঁছানো বিশেষ কিছু।’ তার সহকারী ভিনিসিয়ুস জুনিয়র জানিয়েছেন, পিচিচি জিততে যা দরকার, তিনি তা করবেন এমবাপ্পের জন্য। কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেন, ‘এমবাপ্পে কিংবদন্তি হতে পারে।’

শিরোপা হোক কিংবা গোলদাতার মুকুট—লেভান্ডভস্কি ও এমবাপ্পের এই দ্বৈরথই এখন লা লিগার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত কে হাসবেন, তা জানার জন্য অপেক্ষা পুরো ফুটবল বিশ্বের।

সূত্র: যুগান্তর